"বাঙ্গালি" নামের অর্থ কি ?

(প্রথম খণ্ড)।

(আর্য্যাবর্ত্ত বা গৌড়)

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী বি এ প্রণীত

ঢাকা হাটখোলা রোড, ভবানীকুটীর হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৩

মূল্য আট আনা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস
এসোসিয়েটেড প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং কোং, লিমিটেড
৪০নং কলতাবাজার, ঢাকা।

স্বদেশের

জ্ঞানতরুর

পরিবর্দ্ধন যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল,

যিনি দেবাদিদেব

আশুতোষের

ন্যায় প্রিয়বস্তু অল্পমাত্র প্রাপ্ত হইয়াও

তুষ্ট হইতেন, সেই নির্ভীকহৃদয়

স্বদেশ-বৎসল পরমজ্ঞানী

মহাপুরুষ স্বর্গীয়

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী মহাশয়ের উদ্দেশে

দীনের এই

"চন্দন-বারি"

উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"বাঙ্গালি নামের অর্থ কি?" এই প্রবন্ধটী মালদহ জেলার ইংরাজবাজার নগরে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে প্রথমে পাঠ করা হয়। পরে উহার একটি নকল এতৎসহ মুদ্রিত চিঠির সহিত মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যিক সম্মিলনের সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয় এবং আমি স্বয়ং ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য গত ১০ই এপ্রিল ঐ সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত হই। ইতিহাসশাখার সভাপতি মহাশয় ঐ প্রবন্ধটী পাঠ এবং তদ্বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৫ মিনিট সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের ১ পৃষ্ঠা পাঠ হইবার পূর্ব্বেই সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে প্রবন্ধের সম্বন্ধে আলোচনার অবসর দিয়াছিলেন এবং সেই আলোচনায় ৭ মিনিট গত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় বাকী ৮ মিনিটে আমাকে প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিতে বলায় আমি সেই আট মিনিট সভাপতি মহাশয়কে উপহার দিয়া সভা পরিত্যাগ করিয়া আসি। তখন আমার মনে হইয়াছিল "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ।" এটি বড় সুন্দর কথা।

বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালির ইতিহাস আমরা কেহই কিছু জানি না। ইহাতে বেশ শান্তিতে ছিলাম এই শান্তি ভঙ্গ করিবার চেষ্টাই বোধ হয় আমার প্রথম অপরাধ।

দ্বিতীয় অপরাধটী বোধ হয় নূতন কথা বলা। একব্যক্তি কোন এক হাকিমের নিকট বৎসরে ৫।৭ বার সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইতেন এবং প্রত্যেকবার বয়স বলিতেন ৪২ বৎসর। এইরূপে প্রায় ৩ বৎসর চলিবার পর হাকিম একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আমি ৩ বৎসর হইল শুনিতেছি আপনার বয়স ৪২ বৎসর ইহার অর্থ কি? তিনি উত্তর করিলেন আমি এতদিন হইল বলিয়া আসিতেছি আমার ঐ বয়স এখন উহা বদলাইয়া নূতন কথা বলি কিরূপে। আমরা বরাবর পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছি হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর দেশ হইতে পাঞ্জাবের পথ দিয়া আর্য্যেরা এদেশে আসিয়াছে। অতএব বাঙ্গালি যদি আর্য্য হয় তবে সেও সেই পর্ব্বত পার হইয়া সেই পথে এদেশে আসিয়াছে। এখন নূতন কথা কেহ বলিলে তাহা শুনিব কেন?

কিন্তু নূতন কথা কি আমিই প্রথম বলিলাম! এই তো তিন বৎসর হইল Cambridge বিশ্ববিত্তালয় হইতে আর্য্যদের প্রথম নিবাসস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন কথা লিখিয়া ইতিহাস অর্থাৎ History of India বাহির করা হইয়াছে। তাহাতে কি সে পুস্তক পরিত্যক্ত হইয়াছে?

যদি কেহ থিয়েটারে চালাইবার জন্য নাটক লিখে তবে সে যুধিষ্ঠিরের, ভরতের, দুষ্মন্তের, যযাতির, নহুষের পূর্ব্বপুরুষ পুরূরবা ও তাঁহার পত্নী উর্ব্বশীকে মানুষ—মানুষী বা কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় করিতে পারে অথবা তাঁহাদিগকে একেবারে

উড়াইয়া দিতে পারে তাহাতে কিছু আইসে যায় না ; নাটকের মধ্যে ৮টী নাচের গান এবং ৭টী অন্য প্রকারের গান থাকিলেই হইল। তেমনি যদি কেহ স্কুলে পাঠ্য হইবার জন্য ইতিহাস লেখে তবে সে তাহাতে সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনের উদ্ভাবয়িতৃগণের এবং সগর, মান্ধাতা, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী নৃপতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ চীনদেশ বা পেরুতে, মঙ্গোলিয়া অথবা ফিজিদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন—যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারে অথবা তাঁহাদের একেবারে উল্লেখ নাও করিতে পারে কিন্তু আর্য্যগণ ভারতবর্ষের বাহির হইতে পঞ্জাবের পথে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এইরূপ লিখিতে বাধ্য। একথা আমি জানিতাম। যে খেয়ার নৌকায় পার হইতে চায় সে খেয়ার নির্দ্দিষ্ট কড়ি দিতে বাধ্য একথা কে না জানে? তাই আমি খেয়ার নৌকায় না উঠিয়া পৃথক্ নৌকার চেষ্টায় আছি। ইহাতে অপরাধ কি হইল?

কোনও স্মৃতিশাস্ত্রের টোলের এক পড়ুয়ার নিকট একজন লোক আসিয়া ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর! নিধার গরু বিধার ক্ষেতের ধান খাইয়াছিল বলিয়া বিধা গরুটির উপরের পাটির সবগুলি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; এখন বিধার কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?" অধ্যাপক মহাশয় গ্রামান্তরে গিয়াছেন, ছাত্রটী এই অভিনব পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা খুজিয়া খুজিয়া না পাইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িল। পথ দিয়া একটী বৃদ্ধ যাইতেছিলেন—তিনি অধ্যাপক নহেন তথাপি তাঁহাকে ছাত্রটি ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন বাপুহে "ঐ তো

একটী গরু ঘাস খাইতেছে তুমি গণিয়া দেখ তো উহার উপরের পাটিতে কয়টী দাঁত আছে”! আমিও অধ্যাপক নহি, রাস্তার বুড়া মানুষ, বিপন্ন পড়ুয়াদিগকে ম্যাপ খুলিয়া মাপিয়া দেখিতে বলিয়াছি—বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমে আরব সমুদ্রের পূর্ব্বে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরে কয় কাঠা জমি আছে। ইহাতে আমার কি অপরাধ হইল ?

ছেলে বেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মূলমন্ত্র ‘Advancement of learning.” যদি সুবিধা বোধে সাবেক খাতে খাত দিয়া খুটি পুতিয়াই চিরকাল ঘর তুলিব তবে সে ঘর বাড়িবে কিরূপে ?

আর নূতন সব জিনিসই কি পরিত্যাজ্য ? আমি তো দেখি নূতন পঞ্জিকা পাইলে আর পুরাতন পঞ্জিকার আদর কেহ করে না ; দ্বিতীয় পক্ষের বর পুরাতন গৃহিণী হইতে নূতন গৃহিণীর অধিক আদর করেন।

বহুদিন হইতে শুনিতেছিলাম অন্ন আর সেবক নাকি পুরাতনই ভাল। কিন্তু অল্পদিন হইল শুনিতেছি পুরাতন অন্নে বেরিবেরি নামক সাংঘাতিক পীড়ার জীবাণু থাকে ; সেই পীড়ায় লোক অন্তঃসার শূন্য হইয়াও পুষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হয়। আর অনেক দিনের চাকর প্রভুর অনিষ্ট করে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

সুধীবর্গের নিকট আমার নিবেদন তাঁহারা যেন আমার কথা সর্ব্বজ্ঞ জজের মত summarily reject না করেন

অর্থাৎ বিনা বিচারে উড়াইয়া না দেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কিছুই জানা নাই ; ঐ ইতিহাসের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য। অতএব তাহাতে সর্ব্বজ্ঞতা অজ্ঞতারই নামান্তর। বিচারের কথাই যদি উঠিল তবে ইহাও বলিতে হয় যে আমাদের দেশে যে পূর্ব্বকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিচার হইত তাহা যুক্তিতর্কের বলেই হইত, তাহাতে summarily reject করার জন্য মোটা মাহিয়ানা দিয়া জজ রাখিতে হইত না। আব পশ্চিম দেশে উদ্ভাবিত সত্যনির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক প্রণালী (Doctrine of Scientific method) ও বলে পরমতকে উপেক্ষা করা বা চাপা দেওয়া স্বমত স্থাপন ও পরমত নিরসনের উপায় নহে। তাহার উপায় হইতেছে—আমার মত (hypothesis) সকল পরিজ্ঞাত ঘটনাবই কৈফিয়ত দেয় অপর পক্ষের মত সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না—ইহা প্রদর্শন *। আমি এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই স্বমত স্থাপনে প্রস্তুত আছি এবং সেইরূপ বিচারের জন্য সুধীগণকে বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি। আর আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা জজ পদবীর দাবী না রাখেন তাঁহাদিগের নিকট আমার এই নিবেদন—কোনও অপরিচিত লোক কোন নূতন কথা লইয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে Letter of introduction থবা Certificate দেখাইতে হয় : কিন্তু

* To demonstrate that my hypothesis explains all known facts and that this can not be said of the opponent's hypothesis.

আমি এ বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির মতের সহিতই আমার মত মিলে না আমাকে certificate কে দিবে? সুতরাং বলিতে হইল আমি বুড়া মানুষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কথাগুলি একবার শুনুন। যদি ইহাতে বিরক্তি বোধ হয়, আর বলিব না। লোকের মুখ বন্ধ হইতে কয়দিন লাগে? ইতি—

ঢাকা ৪ঠা মাঘ শ্রীপঞ্চমী, যুধিষ্ঠিরাব্দ ৪৩৭৩, ১৮ই জানুয়ারী ১৯২৬	}	আপনাদের বয়সে পুরাতন নূতন সেবক— শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী।

বাঙ্গালি নামের অর্থ কি ?

(সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বক্তৃতা)

১। কোনও মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন বঙ্গদেশে ভূমির চতুর্দ্দিকে উচ্চ আল অর্থাৎ আলি বাঁধা হয় সেই জন্য এদেশের লোককে বাঙ্গালি বলে। এ কথাটা বাঙ্গালি কেহ এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গাল কথাটা নাকি নিন্দার্থে ব্যবহার হয় সুতরাং ঐ গালাগালির ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল ইহাই বোধ হয় সুধীগণের মত। যদি বাঙ্গালি নাম বাদ দিই তবে আমরা কি ? হিন্দু ? হিন্দু কথা কোনও সংস্কৃত অভিধানে নাই। তবে কি আর্য্য ? তাহা কিরূপে হইবে ? ঢাকা হইতে প্রকাশিত একখানি বঙ্গভাষায় লিখিত পত্রিকার * এক প্রবন্ধে দেখিলাম ফিজি দ্বীপের বর্ব্বরগণের মধ্যে ভ্রাতৃবধূ স্বামীর অগ্রজকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় বঙ্গদেশের ভ্রাতৃবধূও তাহাই করে অতএব বাঙ্গালিরা ফিজিদ্বীপ হইতে এথাতে আইসা অধিক সম্ভব, বাঙ্গালির আর্য্য নামের দাবী অগ্রাহ্য। তবে

---

* প্রাচী—

আমরা কি ? বাঙ্গাল দেশ বলিতে বঙ্গদেশ এবং বাঙ্গাল জাতি বলিতে বাঙ্গালিকে বুঝায় একথা দুই একদিনের নয়। দক্ষিণ দেশের তিরুমলয়শিলালিপিতে নাকি ৯ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ঐ নাম আ হইয়াছিল। এটা আমার মত বাঙ্গালের কথা নয়—সুধীগণ বলিয়াছেন। আমি বাঙ্গাল একথা স্বীকার না করিয়া গৌড়ীয় এই কথা বলিয়া নিজের মান লইয়া বিদায় হইতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতেও এক বাধা। গৌড়ীয় অথবা গৌড় কথার অর্থ কি? বাঙ্গালি হইলে না হয় বঙ্গকথার পর কোনরূপ প্রত্যয় করিয়া 'আলির' হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতাম। কিন্তু গৌড়ের গুড়ের হাত হইতে তো নিষ্কৃতি নাই।

২। উড়িষ্যা দেশবাসীরা আমাদিগকে বাঙ্গালি না বলিয়া বাঙ্গারি বলিয়া গালি দেয়। এটা মন্দের ভাল। কারণ একটা অকার শেষের দিকে জুড়িলে আমরা দাঁড়াই—বাঙ্গারি + অ = বাঙ্গার্য্য। শেষে একটি অকার কিংবা আকার যোগ করা বা পরিত্যাগ করার প্রথাও আছে। যেমন সহদেবকে সহদেবা এবং কমলাকে কমল বলা যায়। উৎকল দেশীয় লোকের নিন্দাও করিতে পারি না; একটা সংস্কৃত সূত্র আছে "রলয়োরভেদঃ"। র আর ল একই, এই দুই বর্ণের মধ্যে কিছুই পার্থক্য নাই। সম্ভবতঃ আমাদের নিন্দাকারীরাই আমাদের প্রকৃত নামটি বজায় রাখিয়াছে।

৩। আমি একাধিক নজিরও সংগ্রহ করিয়াছি। শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত আহ্নিককৃত্য হইতে আমরা

জানিতে পারি (১৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন) যে দুর্গাদেবী কোথাও কোথাও আলি নামে পূজিতা হয়েন। অথচ আলি কথা সংস্কৃত এবং "দুর্গা" আলি কথার অর্থ নহে। আর্য্যা কথার অর্থ দুর্গা।

আর্য্যা—পার্ব্বতী ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ
ভগবতী ইতি শব্দসারঃ।

"রলয়োয়ারভেদঃ"। অতএব আর্য্যাই আল্যা শেষের আকার বাদ দিলে "আলি"। আলি পূজার মন্ত্র ধ্যান ইত্যাদি সবই আর্য্যা অর্থাৎ দুর্গা পূজার ন্যায়। আর্য্যা দেবীর যদি আলি হইতে বাধা না থাকে তবে তাঁহার পুত্রের তাঁহার উপাসকের অর্থাৎ আর্য্যের আলি হইতে বাধা কি? আর্য্যা শব্দের পর উপাসক অথবা পুত্র অর্থে ষ্ণ প্রত্যয় করিলে আর্য্য শব্দ হয়। বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব আর্য্যার উপাসক আর্য্য। বিশ্বকোষ বলেন সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের আর্য্য শব্দের "সদাচার যুক্ত" প্রভৃতি নানারূপ অর্থ করিয়াছেন কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। নিরুক্তকার বলিয়াছেন "আর্য্যঃ-ঈশ্বরপুত্রঃ" ইহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়; আমিও বলি তাই। এটি আমার দ্বিতীয় নজির। ঈশ্বরী অর্থাৎ দুর্গার—আর্য্যার—পুত্রই ঈশ্বরপুত্র, অতএব আর্য্য। পুত্রবধূ শ্বশুরকে দুর্গার শ্রেষ্ঠ উপাসক—অতএব পুত্র—জ্ঞানে আর্য্য সম্বোধন করিবেন ইহাই সে কালের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয়।

৪। আর্য্যা কথার অর্থ দুর্গা কেন হইল? সুধীগণের মত— কর্ষণার্থক অর ধাতু হইতে আর্য্য শব্দ অতএব আর্য্যা শব্দ

হইয়াছে। ব্যাখ্যাটা ভাল বোধ হইল না। শ্বশুরকে চাষা এবং স্বামীকে চাষার পুত্র বলার প্রথা এদেশে বর্ত্তমান নাই অথচ সংস্কৃত নাটকে আর্য্যপুত্র ভিন্ন স্বামীর অন্য সম্বোধনও নাই। আর অর ধাতুও অভিধানে পাইলাম না। অভিধানে লেখা আছে গমনার্থক ঋধাতুর উত্তর ষ্যণ্ তারপর স্ত্রিয়াং আপ্ এইরূপে আর্য্যা শব্দ হইয়াছে। ইহাতে পাই গমন শীলা, বেগবতী—ইহাই আর্য্যা কথার অর্থ। আমাদের কোন দেবী বেগবতী ? গাঙ্গাদেবী তো একজন পাইতেছি তিনি খুব বেগবতী। তবে কি আর্য্যা কোন নদীর নাম! দেখা যাক। আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠা নদী কোন্‌টী ? মহানন্দা। মহা শব্দযুক্ত নাম আর্য্যাবর্ত্তের আর কোন নদীর নাই। নন্দা কথার অর্থ কি ? নন্দা গৌরী ইতি—মেদিনী। তবেই নন্দা অর্থ হইতেছে দুর্গা। ইনি আবার নদীও। গৌরী কথার অর্থ কি ? গৌরী পার্ব্বতী, নদীবিশেষঃ ইতি মেদিনী। গৌরীও তবে দুর্গা ও একটি নদীর নাম।

আর্য্যা অর্থ যে দুর্গা তাহা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। রঙ্গপুর জেলার একটী নদীর নাম আলাই ; ইহাও আল্যা অর্থাৎ আর্য্যা কথার অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হইতেছে। 'বলয়োরভেদঃ'। এটি তিস্তা নদীর একটি শাখা। তবে—তিস্তা নদীই আর্য্যা হইতেছেন।

মালদহ জেলায় মরা মহানন্দার তীরে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে তাহার নাম আরিআডাঙ্গা অর্থাৎ আর্য্যা নদীর তীরের

উচ্চভূমি। তবেই মহানন্দার নামও আর্য্যা পাইতেছি। তবে লিখিনা কেন—

আর্য্যা—দুর্গা অপিচ নদী বিশেষঃ ?

অভিধানেই এ কথা লিখা উচিত ছিল। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ সূক্ত ১৮ ঋক্ এই ঃ—

উতত্যা সদ্য আর্য্যা সরযোরিংদ্র পারতঃ।

অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ ॥

ইহার সহজ এবং একমত্র ব্যাখ্যা ঃ—

হে ইন্দ্র তুমি তৎক্ষণাৎ আর্য্যা নদীর পারে অর্ণ ও চিত্র-রথকে বধ করিয়াছিলে। সরযু কথা গমনার্থক সৃ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অযু প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার প্রধান এবং প্রথম অর্থ—গমনশীলা—নদী। আর্য্যা সরযু অর্থ—আর্য্যা নদী। সায়ণাচার্য্য আর্য্যা নদীর খবর রাখিতেন না। তাই আর্য্যা কথা টানিয়া আনিয়া অর্ণাচিত্ররথৌ কথার বিশেষণ করিয়াছেন আর ঋকের অর্থ লিখিয়াছেন—হে ইন্দ্র তুমি তৎক্ষণাৎ সরযু নদীর পারে আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলে। সরযু বলিতে কি অযোধ্যার নদী ভিন্ন আর কিছু বোঝা যায় না ? হেম বলিলেই কি বুঝিতে হইবে হেম বাবু ? ইহা হইতে পাইলাম ঋগ্বেদেও আর্য্যা নদীর উল্লেখ আছে অতএব "আর্য্যা নদীবিশেষঃ।" এইটি আমার তৃতীয় নজির।

উত্তর বঙ্গের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী আর্য্যা নদী পাওয়া যাইতেছে। আবার মহাভারতে উত্তর বঙ্গের দুইটি নন্দানদীরও

নাম পাওয়া যায়। বন পর্ব্বে আছে পাণ্ডবেরা নন্দা ও অপর নন্দা পার হইয়া অধিবঙ্গ তীর্থে গিয়াছিলেন। অনুশাসন পর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ে আছে।

'পুনরাবর্ত্তনন্দাচং মহানন্দাংচ সেব্যবৈ।' (গৌড়ের ইতিহাস প্রথম খণ্ড ৪২ পৃঃ)। মহানন্দা ও তিস্তা উভয়ের নাম যখন আর্য্যা তখন তিস্তাই অপর নন্দা বা আবর্ত্তনন্দা হইতেছেন। Things which are equal to the same thing ইত্যাদি। তিস্তা নদীর ধারা ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বে যাইত ইহা মানচিত্র দেখিলেই বোঝা যায়। ঐ নদীর নিম্নভাগে একটি শাখার নাম গুড়ি আলি। ইহা নিশ্চয়ই গৌরী আর্য্যা কথার রূপান্তর; কারণ ঐ নদীর তীরে গৌরীপুর আজিও বর্ত্তমান। এই স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাস। ঐ নদীর পারের একটী প্রদেশের নাম নন্দালি অর্থাৎ নন্দা আর্য্যা। সুতরাং তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদীর নাম গৌরী, আর্য্যা, নন্দা, অপর নন্দা ও আবর্ত্তনন্দা ইহা স্থির হইতেছে। ত্রিস্রোতার দুই স্রোত পাওয়া গেল তৃতীয় স্রোত কোথায়? নন্দা বা আর্য্যার যখন এক নাম গৌরী পাইয়াছি এবং অভিধানও লেখে—গৌরী নদীবিশেষঃ—তখন গৌরীকে পাইলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয়। গৌরী নদী আমি দেখিয়াছি ইনি বরিশাল জিলায় ঐ নামেই পরিচিতা। ইহা ঐ নদীর নিম্নভাগ। মধ্যভাগ ফরিদপুর জেলায় গড়ই নামে বিখ্যাত (যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রথম ভাগ ১৫ পৃষ্ঠা)। এই নদীর উপরের

ভাগ রাজসাহী জেলায় গুড় নামে বিখ্যাত। ঐ নদীকে আত্রেয়ী ও বলা হয়। মহানন্দা, গুড় অর্থাৎ গৌরী এবং তিস্তা ইঁহারাই তবে একত্রে ত্রিস্রোতা। এই নদী জলপাইগুড়ি জেলায় তিন ভাগ হইয়াছে ; আরও উপরের দিকে ইহার নাম রঙ্গিৎ। এই ত্রিস্রোতা বা ত্রিতয়আল্যা——পূর্ণিয়ার তিতলিয়া—বরিশালের তেতুলিয়াই—গঙ্গাদেবী ভগীরথ কর্ত্তৃক এদেশে আনীতা হইবার পূর্ব্বে এদেশকে পবিত্র ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

৫। আরও প্রমাণ চাই কি ? মহানন্দার একশাখার নাম 'নগোর'—নব গৌরী দিনাজপুর ও পুর্ণিয়া জেলার সীমাতে অবস্থিতা। অপর শাখার নাম মালি—মধ্যালি—মধ্যার্য্যা। অভিধানে ইহার কথাই লেখা আছে—"মালিকা নদী বিশেষঃ"। ইহার পারে মালদুয়ার প্রদেশ—দিনাজপুর জেলার মধ্যে। ইহারই সমুদ্রে প্রবেশের স্থান মাল্যোদধি—বর্ত্তমান মালদহ। আর এক শাখার নাম 'বা আল্যা'—বামা আর্য্যা—বুলাই—ইহা পাণ্ডুয়ার পূর্ব্বে—বাল্যাই ও ইহারই নাম। এই বাল্যাইয়ের পারেই রাজশাহী জেলার ব'আলিয়া নগরী। মালদহ জেলার ব'আলিয়া গ্রামও এই নদীর পারে ছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ গ্রাম রোহণপুরের নিকট। রাজশাহী জেলার গুড়আল্যাই নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম (গুড় লই) গুড় অর্থাৎ গৌরী আর্য্যার পারে।

৬। গৌড় কথার অর্থ কি ? যদি র ও ড় এর অভেদ স্বীকার করেন তবে গৌরী শব্দের উত্তর ষণ্ প্রত্যয় করিলেই গৌড় শব্দ হয় নতুবা বলুন নদী বিশেষের নাম গুড় বা গুড়ি

শব্দ হইতে গৌড় শব্দ হইয়াছে। যিনিই গুড় তিনিই গৌরী বা আর্য্যা। ঐ নদীর তিন শাখার পারে বা বদ্বীপে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাই গৌড়ায় এবং তাঁহাদের বাসস্থানই গৌড। গৌরী কথা রক্ষার্থক গুড় ধাতু অথবা শব্দার্থক গু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নদী বেগবতী হইলেই শব্দকারিনী হয়েন এতএব

নন্দা
গৌরী
আর্য্যা

} এই তিন শব্দেই দেবী ভগবতী ও ত্রিস্রোতঃ-সমন্বিতা গৌরী বা আর্য্যা নদী—বুঝাইতেছে।

৭। এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে পাওয়া যাইতেছে মহানন্দার নাম আর্য্যা। ত্রিস্রোতার নামও আর্য্যা। ঐ দুই নদীর মধ্যে যাহাদের বাস তাহারাই আর্য্য। নদীর আর্য্যা নাম লোকের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া আলি হইয়াছে; ঐ নদীর বদ্বীপবাসীর গৌরবের আর্য্য নামও পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন আলি হইয়া দাড়াইয়াছে। বঙ্গনিবাসী এই অর্থে বঙ্গ কথার উত্তর ষণ্ প্রত্যয় করিয়া বাঙ্গ কথা হয়। অতএব বাঙ্গালি কথার অর্থ বঙ্গীয় আর্য্য। বঙ্গ কথা বন্গ ধাতু হইতে হইয়াছে—বন্গ ধাতুর অর্থ খঞ্জগতি। অতএব বঙ্গ কথার প্রকৃত অর্থ—যে দেশের প্রান্তভাগ খঞ্জের গমনপথের ন্যায় আঁকা বাঁকা অর্থাৎ নদীর delta বা বদ্বীপ। সুন্দর বনের দক্ষিণভাগের মানচিত্র দেখিলেই খঞ্জের পথ চেনা যাইবে। বাঙ্গালি অর্থ—The deltaic Aryan—আর্য্যা নদীর বদ্বীপ নিবাসী—প্রকৃত আর্য্য।

'বাঙ্গাল" বা বাঙ্গালি কথা নিন্দা নহে স্তুতি।

৮। তারপর আর্য্যাবর্ত্তের কথা। মহাভারতের "আবর্ত্ত-নন্দার" কথাতেই ইহার অর্থের আভাস পাওয়া গিয়াছে। মহানন্দা এবং তিস্তা সমুদ্রে পতিতা হইয়া আবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণা (Watery circle) সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই নন্দাবর্ত্ত বা আর্য্যাবর্ত্ত। নন্দাবর্ত্তের পশ্চিম সীমা অর্থাৎ মহানন্দা নদীর সর্ব্ব পশ্চিম ধারা মরা মহানন্দার নীচের দিকের পথ বীরভূম জেলা বর্দ্ধমান জেলা ও হুগলী জেলার মহানন্দা পরগণা, মহানাদ গ্রাম, মহালন্দি গ্রাম প্রভৃতি দেখিয়া স্থির করা যায়। আর ময়মনসিং জেলার নন্দালি পরগণার পূর্ব্বসীমাগুড়িআলি নদী এবং বরিশাল জেলার তেতুলিয়া নদী নন্দাবর্ত্তেরপূর্ব্বসীমা দেখাইয়া দিতেছে। যাহা নন্দাবর্ত্ত তাহাই আর্য্যাবর্ত্ত। একখানি মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিবেন ইহা আকারে ঠিক্ চক্র অথবা বৃত্ত না হইলেও বৃত্তাভাস অর্থাৎ Ellipse এর মত। ইহাই আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যাচক্র এবং নন্দাবর্ত্ত বা নন্দাচক্র।

গুড়ি অর্থাৎ গৌরী বা আর্য্যার তোয়ময়কর স্বরূপ দুই অংশ এবং স্বয়ং গুড় বা গৌরীর, বগুড়া জেলার উত্তরে, জলপাইগুড়ি জেলায়—শিলিগুড়ি ময়নাগুড়ির দেশে—ছাড়াছাড়ি হইবার পর আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। পূর্ব্বশাখা বগুড়া জেলায় এবং পশ্চিমশাখা পূর্ণিয়া জেলায় করতোয়া নাম রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বশাখা সে নাম আর গ্রহণ করেন নাই। পশ্চিম শাখা ডায়মণ্ড হার্ব্বার সবডিভিসনে পোর্ট ক্যানিং এর নিকট আবার

সেই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ণিয়া জেলার করতোয়া বা মহানন্দা, কুশী বা সদানীরার সহিত মিলিতা হইয়া খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউএনসাং এর সময়ে, পুণ্ড্র বর্দ্ধন নগর অর্থাৎ গৌড়পুরের পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিতা হইতেছিলেন। তাঁহাকেই খুজিয়া সুধীবর্গ শ্রান্ত হইয়াছেন। রামাবতীর —পুণ্ড্র বর্দ্ধনের *—সীমাবস্থিতা করতোয়া হারাইয়া গিয়াছিলেন। এই তো তিনি এই নগরের পূর্ব্বদিক দিয়া মহানন্দা নামে প্রবাহিতা। পূর্ব্বে কুশী বা সদানীরা ইহাঁর সহিত এক হইয়াছিল। এখন কুশী অন্য পথে প্রবাহিতা। জলপাইগুড়ি জেলায় ছাড়াছাড়ি হইবার পর ত্রিধারাময়ী গৌরী—হর সাগরে অর্থাৎ ধবলসমুদ্রে বা ঢোলসমুদ্রে আত্মসমর্পণ করিয়া, গৌরী পট্ট† অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত বা নন্দা-চক্র সৃষ্টি করিয়া, চরিতার্থতালাভ করিয়াছেন। আর আমরা সেই পবিত্র বিশ্বপূজিত § গৌরীপট্ট বা আলিচক্রের অধিবাসী হইয়াও বাঙ্গালি নামে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত? ধিক্ আমাদিগকে।

---

* রামাবতী, পুণ্ড বর্দ্ধন, গৌড় বা গৌড়পুর এবং নরেন্দ্রপুর একই নগরের চারিটি নাম।

† পট্ট কথা বেষ্টনার্থক—পট ধাতু হইতে হইয়াছে। অতএব গৌরীপট্ট অর্থ গৌরীনদী দ্বারা বেষ্টিত দেশ। পট্ট বলিলে রাজধানীও বোঝা যায়। রাজধানী সাধারণতঃ নদী দ্বারা অথবা পরিখা দ্বারা বেষ্টিত থাকাতেই বোধ হয় ঐ নাম হইয়াছে।

§ সময়ান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব বর্ত্তুলাকার শালগ্রাম শিলা যেমন হরির চিহ্ন বা Emblem সেইরূপ ডিম্বাকার বা স্তম্ভাকার

৯। চক্রবর্ত্তী কথার অর্থ কি ? চক্রের অধীশ্বর। চক্র কথার চাকা অথবা বৃত্ত এই দুই অর্থ ছাড়া আর অর্থ আছে কি ? হাঁ আছে। চক্রং জলাবর্ত্তঃ ইতিমেদিনী। জলের ঘূর্ণাকেও চক্র বলে। তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী কথার অর্থ হইতেছে জলদ্বারা বেষ্টিত বৃত্তাকার স্থানের অধিপতি। অমর কোষ বলিতেছেন চক্রবর্ত্তী কথার প্রতিশব্দ সার্ব্বভৌম। তবেই সার্ব্বভৌম কথার অর্থ হইতেছে জলদ্বারা পরিবেষ্টিত সমগ্র বৃত্তাকার ভূমির ঈশ্বর। অমরসিংহ সার্ব্বভৌম কথার অর্থ লিখিতে গোলে পড়িয়াছেন, লিখিয়াছেন—সার্ব্বভৌমঃ—সমুদ্রপরিবেষ্টিতায়াঃ সর্ব্বভূমেরীশ্বরঃ। সলিলপরিবেষ্টিতায়াঃ সর্ব্বভূমেরীশ্বরঃ লিখিলেই কোন গোল

শিলাও হরের চিহ্ন বা Emblem. যে গৌরীপট্টের উপর হরের চিহ্ন স্থাপিত হয় তাহা এই গৌরীনদী পরিবেষ্টিত বঙ্গদেশের মানচিত্র (Relief map)। উহার মধ্যে অর্দ্ধ বর্ত্তুলাকার নিম্নস্থান (hemispherical cavity) হরসাগর—বর্ত্তমানে চলনবিল। উহাতে মহানন্দা, তিস্তা এবং ব্রহ্মপুত্র সহ গুড় বা গৌরী এই তিন নদীই অঙ্কিত দেখিতে পাইবেন। হরগৌরীর বিবাহেতিহাসাঙ্কিত এই গৌরীপট্ট গৌরী-দেবীর মূর্ত্তিরূপে শিবচিহ্নের সহিত প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে পূজিত হইতেছেন। পূর্ব্বে শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, যবদ্বীপ এবং পশ্চিমে আসিয়া মাইনর, প্যালেষ্টাইন, বাবিলন, ক্রীট, গ্রীস্ ও ইজিপ্টে শিবচিহ্ন সহ এই গৌরীপট্ট পূজিত হইতেন ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহাই গৌরীপট্ট বা গৌড়দেশ হইতে যে পূর্ব্বে চীন সমুদ্র ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ। গৌরীয় অর্থাৎ গৌড়ীয় না হইলে ঐ সব দেশের লোক গৌরীপট্টের পূজা করিবে কেন ?

থাকিত না। কোথাকার সলিল (জল) তাহা আমরা বাছিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু অমরসিংহ কলমের এক খোঁচা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন 'সমুদ্রের জল'। আপস্তম্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

"রাজা সার্ব্বভৌমঃ অশ্বমেধেন যজেত নাপ্যসার্ব্বভৌমঃ" ইতি। যে রাজা সার্ব্বভৌম হইবেন তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন অপর রাজার এই যজ্ঞে অধিকার নাই। আমাদের দেশে সমুদ্র পরিবেষ্টিত ভূমি দুইটি—প্রথম আণ্ডামান দ্বীপ—দ্বিতীয় লঙ্কা দ্বীপ। সুমাত্রা ও যবদ্বীপ নাকি মালয় উপদ্বীপের সহিত লাগা ছিল। সুতরাং সে দিকে কোন আশা নাই। এখন উপায় কি? পুরাণাদিতে ডজনে ডজনে অশ্বমেধযজ্ঞকারী

একটা কথা আছে পাছা নায়ের মাঝি বাতাসের গতি বোঝে ভাল আর সেই অনুসারে নৌকা চালায়। আগা নায়ের দাঁড়িরা কেবল পানের দাড় ধরিয়া থাকে। আমাদের দেশের প্রধানরা বুঝুন না বুঝুন বাতাসের গতি একটু ফিরিয়াছে। এখন আর ইজিপ্টের শিবলিঙ্গ পূজা, ক্রীটের, গ্রীসের শিবলিঙ্গ পূজা, ব্যাবিলনের, প্যালেষ্টাইনের, আসিয়া মাইনরের শিবলিঙ্গ পূজা Phallic worship নহে। উহা বৃক্ষ ও পাথরের পূজা (Tree and pillar worship) আর ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পূজাই একমাত্র Phallic worship. ঐ বর্ব্বরের পূজা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিল কারণ ঋগ্বেদে উহার নিন্দা আছে (Cambridge History of India Vol 1 Page 85). কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ সমস্ত ভারতবর্ষের, গ্রীসদেশের, ও ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থানের পূজাকে একই Phallic worship জ্ঞানে সমানভাবে সকলেরই নিন্দা করিয়াছেন। *

াজার নাম আছে। ইহাঁরা কি সকলেই দ্বীপান্তরের কয়েদী ছিলেন না রাক্ষসের দেশের লোক? যদি বলেন ভারতবর্ষেরই পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যেখানে সমুদ্র পাইবেন সেইস্থান পর্য্যন্তই ঐ সমস্ত রাজার রাজত্ব। তবেতো উহাঁরা প্রত্যেকেই সমস্ত ইউরোপ ও আসিয়া এই দুই মহাদেশের রাজা ছিলেন। তবে মাথায় জয়পত্র লিখিয়া কোথায় তাঁহারা ঘোড়া পাঠাইতেন? প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর পার করিয়া নাকি? সর্ব্ব সিংহের কথা টিকিল না। পুরূরবা, মান্ধাতা, যযাতি, পুরু, পরীক্ষিৎ প্রভৃতির 'চক্র' হারাইয়াছে। আমরা একটি চক্র বা নন্দাবর্ত্ত পাইয়াছি সেটি আর্য্যাবর্ত্ত বা নন্দাবর্ত্ত। এইটিই তবে সেই হারান চক্র। যাঁহাদের নাম করিলাম তাঁহারা সকলেই বৈবস্বত মনুর উত্তরাধিকারী। ঐ মনুর রাজ্য হিমালয়ের পাদদেশে-উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতে একাধিক "চক্র" ছিল একথা কোন পুরাণেই লেখে না। অতএব আর সন্দেহ করিবার প্রয়োজন বা অবকাশ নাই —আমরা যেটি পাইয়াছি সেইটিই ঐ হারান চক্র। ইহা আর্য্য—অতএব গৌরী-নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত দেশ—তবেই ইহা গৌরীপট্ট (পট্ ধাতুর অর্থ বেষ্টন) অতএব ইহা অতি পবিত্রস্থান—আদ্যাপূজকের—আর্য্যের ইহা হইতে পবিত্রস্থান আর কি হইতে পারে? ইহা যাহার অধিকারে তিনিই সম্রাট্ পদবীর দাবী করিতে পারিবেন অন্যে পারিবে না— ইহাই স্বাভাবিক বিধি। আপস্তম্বের আইন তবে যুক্তিসঙ্গত। খামখেয়ালি নহে। এই পবিত্র ভূমির যিনি একমাত্র অধীশ্বর

তিনিই অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন এবং মহানন্দার পশ্চিমদিকের এবং তিস্তার পূর্ব্ব দিকের সমস্ত ভূমিপালকে বলিতেন "হয় আমার সম্রাট্ পদবী স্বীকার কর নতুবা ঘোড়া ধর যুদ্ধ কর"।

১০। কৌটিল্য যে চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাও এই আর্য্যা চক্র ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। "দেশঃ পৃথিবী: তস্যাং হিমবৎসমুদ্রান্তরম্ উদীচীনং যোজনসহস্রপরিমাণম্ অতির্য্যক্ চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রম্" (পৃথিবীর ইতিহাস ৬খণ্ড ২৬৩ পৃঃ)। ভারতবর্ষের উত্তরদিকে হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সোজাসুজি বিস্তৃত দেশই চক্রবর্ত্তিক্ষেত্র। সমস্ত ভারতবর্ষ বলিতে হইলে "উদীচীন" কথা থাকিত না। আর বিহার মধ্যদেশ ইহার মধ্যে আনিতে হইলে দক্ষিণসীমানায় বিন্ধ্য পর্ব্বতেরও উল্লেখ থাকিত।

১১। এই পবিত্র চক্রবর্ত্তিক্ষেত্রে, আর্য্যদের বাল্যকালের লীলা ভূমিতে, পার্থিব আর্য্যামাতার পবিত্র ক্রোড়ে, জগজ্জননী আর্য্যামাতার পূজার শ্রেষ্ঠস্থানে যিনি সার্ব্বভৌম হইতেন, এই মণিময় দেশের মধ্যমণির অধীশ্বরী, চিরকালের পবিত্র রাজধানীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী পট্টালির বরপুত্র বলিয়া যিনি পরিচয় দিতে পারিতেন তিনিই সম্রাট্‌পদবীর দাবি করিতে পারিতেন। পট্ট অর্থ—রাজপাট—রাজধানী,—আলি অর্থ আল্যা—আর্য্যা—দুর্গা। বহুদূরে নয়, কোন অজ্ঞাত দেশে নয়, এই মধ্যার্য্যার তীরস্থিত ইংরাজবাজারের ৫ মাইল দক্ষিণে নরেন্দ্রপুরনামক স্থানে পট্টালি দেবীর পূজার কেন্দ্র পাটালচণ্ডী বা পুরাণোক্ত পাটল-তীর্থ অদ্যাপি অতীতের সাক্ষী স্বরূপ বর্ত্তমান। ইহাই প্রাচীন

চক্রবর্ত্তী নৃপতিগণের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে।* "বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে" মৎস্য-পুরাণের এই বচনোল্লিখিত (১৩ অধ্যায়) বিপাশা নদীই এই জেলার বিয়াসা ডারা। উহার নিকটস্থ বিয়াসপুর আজিও প্রথম মহীপালের রাজধানী বিপাশপুরের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। তাহার নিকটস্থ পাটালচণ্ডীই পাটল তীর্থ। তাহার উত্তর দিকে গৌড়ের যে স্থান শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের নামে নরেন্দ্রপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাই পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর। পাণিনির সময়ে এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরই গৌড়পুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। * সে নাম আজিও আমরা ব্যবহার করি।

বিশ্বকোষ বলেন "পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। অষ্টাধ্যায়ী মধ্যে এইস্থান গৌড়পুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।" সেই গৌড়পুরের এক প্রান্তেই তো আজি আমরা সমবেত। এই সহরের অন্তর্গত গৌড়বাঁধ রোডই তো সেই গৌড়পুরের উত্তর সীমা চিহ্নিত করিতেছে।

আর সেই পট্টালি দেবীর পীঠস্থান পাটালচণ্ডী এই সেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড়পুরেরই অপর প্রান্তে আজিও আলিদেবীর সপত্নীর নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কোনমতে বাচিয়া আছে। "আলি" নামে তাহার ঘৃণা আজও হয় নাই। এই পট্টালি দেবীর পুত্র "পাটলিপুত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়া মগধের সম্রাট্‌গণ গৌরব বোধ করিতেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ একথা

* বিশ্বকোষ-পুণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দ দেখুন।

বলিয়াছেন। ঐ সম্রাট্‌গণের 'আলি' নামের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। নূতন নগর স্থাপন করিয়া ঐ সম্রাট্‌গণ তাহার নাম দিয়াছিলেন পাটলিপুত্র নগর। সেইনগর আজিও পাটনা (পাটলা) নাম ধারণ করিয়া আলি নামের কথঞ্চিৎ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। আর আমরা এক এক জন বড় বড় দিগ্গজ পণ্ডিত হইয়াছি, আলির সংশ্রব রাখিতে চাইনা। বাঙ্গালি বলিলে চটিয়া লাল হই। এই বাঙ্গালির দেশই সম্রাট্ পদবীর জন্মভূমি ছিল। এখানকার অদ্বিতীয় অধীশ্বর গণই সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া পূর্ব্বদিকে চীন-সমুদ্র ও পশ্চিমদিকে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ অধিকার করিয়া তাহারও নাম আর্য্যাবর্ত্ত রাখিয়াছিলেন।

তখন ইজিপ্ট ও বাবিলনের নাম গন্ধও ছিলনা। ঐ দুইদেশ গৃহহীন, প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রব্যবহারকারী নিরক্ষর বর্ব্বরের আবাস-ভূমি ছিল। এই মহানন্দাও তিস্তার মধ্যেই আর্য্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ক্ষুদ্র আর্য্যাবর্ত্ত। আর ভূমধ্যসাগর হইতে চীন সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশ বৃহত্তর আর্য্যাবর্ত্ত। মনুসংহিতায় সেই বৃহত্তর আর্য্যাবর্ত্তেরই বর্ণনা আছে ঃ—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ" ॥

পূর্ব্বেও সমুদ্র, পশ্চিমেও সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি—ইহাই আর্য্যাবর্ত্তের সীমা। ইহারও বিকৃত ব্যাখ্যা হইয়াছে। এই দুই সমুদ্র নাকি আরব সমুদ্র ও বঙ্গোপসাগর। আরব সমুদ্র ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উক্ত

যে স্থানটি আছে তাহা দেখিতে আমার বড়ই বাসনা হইয়াছে কেহ দেখাইয়া দিবেন কি? হাঙ্গেরী (Hungary) হইতে দিগ্বিজয়ী তথাকথিত আর্য্য কৃষকগণ আসিয়া যে স্থান জয় করিলেন এবং যে স্থানে পুনঃ পুনঃ বায়ুগ্রস্তের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া আর্য্যাবর্ত্ত নামকে সার্থক করিলেন তাহার অস্তিত্ব কিরূপে লোপ হইল? যাঁহাদের প্রমাণবিবর্জ্জিত দিগ্বিজয়ের কল্পিত কাহিনীর ধ্বনিতে কোমলমতি পাঠশালার বালক বালিকাগণ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ মুখরিত করিতেছে, "আর্য্য নামের দাবি" না রাখিলেও, ভূমি-কর্ষণকারী সেই আর্য্যগণ এই দেশে আসিয়া কোন ভূমি আবর্ত্তন-স্থানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার এবং তাহার চতুঃসীমা মিলাইয়া দেখিবার দাবিও কি রাখিতে পারি না?

১২। সময় বুঝিয়া কথা না বলিতে পারিলে সাধুও রাধাকৃষ্ণ নামে রুষ্ট হয়েন। তাই এই ভগবতী আর্য্যার অবাধ পূজার দেশেও বাঙ্গালি সুধীগণকে নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত হইয়া 'আর্য্য' প্রমাণ করিতে চাহিলে পাছে তাঁহারা রুষ্ট হন এই আশঙ্কায় অদ্য আর অধিক কথা বলিতে চাইনা। যদি সুধীগণের তুষ্টির সম্ভাবনা থাকে তবে বঙ্গীয় আর্য্যগণ কোথা হইতে আসিয়া আর্য্যাতীরে বাস করিয়া আর্য্য নাম গ্রহণ করিলেন তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। বঙ্গদেশের জন্মের সন পাওয়া গিয়াছে, সে সন খৃঃ পূঃ ৫৫০১। বঙ্গদেশে দিগ্বিজয়ী সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য স্থাপনের সন খৃঃ পূঃ ৫১০১।

ইহার পূর্ব্বে আর্য্যেরা কোথায় ছিলেন? অনুমতি পাইলে দেখাইতে চেষ্টা করিব বিশুদ্ধসংস্কৃতভাষী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একাধারে বহু ও বহুরূপে একজ্ঞানে পূজাকারী ব্রহ্মবাদী বিজ্ঞানবিৎ মনীষিগণ খৃঃ পূঃ ১৩০০০ অব্দে মানভূমে এবং খৃঃ পূঃ ২৫০০০ অব্দেরও পূর্ব্বে মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন।

যে পিরামিডে তাঁহাদের সভ্যতার চিহ্ন অঙ্কিত আছে এবং যে হাইরোগ্লিফে তাঁহাদের ধর্ম্মমত, ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিচয় পাই তাহার প্রতিকৃতি অনুমতি পাইলেই ক্রমশঃ আপনাদের নিকট প্রকাশ করিব।

১৩। আমার কথাই যে কেহ শুনিতে চায়না। শুনিয়া না হয় গাল দিত সেও যে ছিল, ভাল। আমি স্বীকার করিতেছি আমি তুরঙ্গালি * দেশের লোক—একেবারে বাঁশীবাঙ্গালি †

* টাঙ্গাইল—ময়মনসিংহ জেলার তুরঙ্গ—তুরাগ—টঙ্গীনদী ও রঙ্গপুর জেলার আলাই—আলিনদীর মধ্যে।

† এই নাম কাটিয়া ছাটিয়া ময়মনসিংহ—জগন্নাথগঞ্জ রেললাইনের একটি ষ্টেসনের নাম হইয়াছে বাউশী।

ঐ জেলার বংশীধারী—বংশাই ইহার পূর্ব্ব সীমা এবং বগুড়া জেলার আলিনদী—আলাই নদীর নিম্ন অংশ ইহার পশ্চিম সীমা।

বংশীধারী—গুঞ্জাহারী—গজারিয়া বা গুজা এবং বনবিহারী—বনওয়ারী বানার, ইহারা হরিকেলীয় দেশের একই নদের তিনভাগ। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কাহনাই, হরি, উভয়ে মিলিয়া কানাইহরি, কংসারি-সাই প্রভৃতি নদ এবং রাধা ললিতা প্রভৃতি নদী এই বংশীধারীর সহিত প্রদেশের হরিকেলীয় নাম সার্থক করিতেছে।

দেশের লোক। মা সকলবিভবসিদ্ধিদায়িনী বাগ্দেবতা আমার এই করুন : যেন দেশের লোক আমার কথা একবার শুনিয়া আমাকে বাঙ্গাল বলিয়া গাল দেয়।

সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারিবল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী ॥

ইংরাজ বাজার
মধ্যার্য্যোদধি
(মালদহ)
১২ই মাঘ ১৩৩১
২৪।১।২৫

শ্রীভবানীপ্রসাদ নিয়োগী

মুন্সীগঞ্জের সাহিত্যিক সম্মিলনের সম্পাদক-মহোদয় সমীপে নিবেদন—

মহাশয়,

সমস্ত বঙ্গের সাহিত্যিকগণের বার্ষিক সম্মিলন আগামী ১০ই এপ্রিল মুন্সীগঞ্জে হইবে এরূপ অবগত হইয়াছি। যদি ঐ সভা অনুমতি করেন তবে এতৎসহ প্রেরিত প্রবন্ধ আমি ঐ সভায় পাঠ করিব। প্রবন্ধটির বিষয়—

১। "বাঙ্গালি" নামের অর্থ কি? এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি মহানন্দা ও তিস্তা এই নদী দ্বয়ের প্রাচীন নাম "আর্য্যা"। রাজসাহী জেলার গুড (গৌরী) বা আত্রেয়ী ও ইহারই এক শাখা। মহানন্দা, গুড় (গৌরী) ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) ইহারা একই নদীর তিনটী স্রোত। তাই উহাদের এক কথায় নাম ত্রিস্রোতা এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নাম

নন্দা, গৌরী এবং আর্য্যা—

এই তিন কথারই অর্থ দুর্গা।

এই আর্য্যা নদীর বদ্বীপে যাঁহারা গিয়া বাস করেন তাঁহারাই আর্য্য।

বাঙ্গালি কথা—'বাঙ্গ—আর্য্য' কথার অপভ্রংশ—অর্থ The Deltaic Aryan, the Real Aryan. এই প্রবন্ধের উপসংহারে

আমি আরও দুইটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাও সাহিত্যিকগণের নিকট আমি উপস্থিত করিব। উহা নকল করিয়া আপনার নিকট পাঠাইবার সময় পাই নাই। উহাদের বিষয়—

২। বাঙ্গালি কোন জাতীয়?—উত্তর—মানবজাতীয়। বাঙ্গালা দেশের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা ছিল কোথায়?

উত্তর—মান [ব] ভূমে—মানভূম প্রদেশে।

৩। তাহার পূর্ব্বে? উত্তর—যজ্ঞ বা দ্রবিড় দেশে। বাঙ্গালির আদিম নিবাস স্থানের আদিম দেবতা কে? উত্তর—যজ্ঞেশ্বর হরি। সময় পাইলে নম্নলিখিত প্রবন্ধের বিষয়ও আমি সাহিত্যিকগণের সহিত আলোচনা করিতে চাই—

৪। সরস্বতী পূজা বৈদিক কি পৌরাণিক? এই পূজা কোন সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? উত্তর—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী বা দুর্গা অভিন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ও অভিন্ন। শক্তি সহ এই তিন দেবতা ব্রাহ্ম কল্পে যজ্ঞেশ্বর হরির সহিত অভিন্নরূপে পূজিত হইতেন। অতএব সরস্বতী পূজা ঋগ্বেদের সময়েরও বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ভগ, পূষা, অর্য্যমা, ত্বষ্টা, মিত্র প্রভৃতি দেবতাগণ আধুনিক—তৃতীয় কল্পের সপ্তম মন্বন্তরের দেবতা। ইন্দ্র পাদ্ম কল্পের দেবতা অতএব মধ্য-বয়সী।

ঐতিহাসিকশাখার সহিত আমি নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই।

১। পুরাণের বৈবস্বত মনু—বাবিলনের বিসুথ্রঃ ও বাইবেলের

'মনু বা Noah একই ব্যক্তি। তাঁহার নৌকা আরারাত্ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নিকট লাগিয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণ তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া বাবিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাইবেল এই কথা লেখেন। আরমিনিয়ার আরারাত্ পর্ব্বত বাবিলনের পূর্ব্বে নহে। তবেই বৃহত্তর আরারাত্ পর্ব্বত খুজিতে হইবে। ককেশশ্ বা এল্‌বুরুজ্, আরারাত্, এলবরজ (পারস্যদেশ) এবং হিমালয় একই পর্ব্বতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ। এলবুরুজ আরারাত্ ও এলবরজ এ নামগুলিও আর্য্যাবর্ত্ত এই কথার ভিন্ন ভিন্ন রূপ অপভ্রংশ অতএব বৃহত্তর হিমালয়পর্ব্বত বা বৃহত্তর আর্য্যাবর্ত্ত পর্ব্বতই বৃহত্তর আরারাত্ পর্ব্বত। ইহাতে আরারাতের মহিমা বাড়ান হইতেছে কমান হইতেছে না। অতএব বাইবেলের কথা ও পুরাণের কথা একই। উত্তর ভারত Geological action এ ডুবিয়া যায়। ঠিক ঐ সময়ে দিনাজপুর জেলায় একটী দ্বীপ নৌকার আকারে সমুদ্র গর্ভ হইতে উঠে এবং ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

তাহাতে উঠিয়াই প্রথম বৈবস্বত মনু আত্মরক্ষা করেন। ঐ দ্বীপ হইতে 'মনুর বংশধরগণ পশ্চিমদিকে গিয়া বাবিলনে উপস্থিত হয়েন। আর এই Geological ঘটনাকেই আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার পাদ্রীগণ বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ বলিয়া ইহার তারিখ লিখিয়া রাখিয়াছেন ৫৫০১ খ্রীঃ পূঃ। পুরাণ বলেন এই বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ এক যুগের শেষে প্রথম বৈবস্বত মনুর জীবন সময়ে হয়। পঞ্জিকাতে পাই কলিযুগারম্ভ ৩১০১ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছে

অতএব ৫৫০১ খৃঃ পূঃ অব্দে ত্রেতাযুগের শেষ হইয়াছে। কারণ দ্বাপর যুগের পরিমাণ ২৪০০ বৎসর। অতএব পুরাণের কথায় ও পাদ্রি মহাশয়দিগের কথায় ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। দ্বাপর যুগের সন্ধ্যার পরিমাণ ৪০০ বৎসর। দ্বিতীয় বৈবস্বত মনু ইক্ষ্বাকুর পিতা। তিনিও এক যুগের প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ পুরাণকার লেখেন। অতএব তাঁহার আবির্ভাবকাল ৫১০১ খৃঃ পূঃ ধরিলে ক্ষতি হয় না। রাজতরঙ্গিণীর মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ (২৫২৬ শক পূঃ) অব্দে হইয়াছিল এবং যুধিষ্ঠির কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে সম্রাট্ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। পুরাণকারগণ যুধিষ্ঠিরকে বাড়াইবার জন্য এই ৬৫৩ বৎসরকে দ্বাপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাই ইক্ষ্বাকুর পিতার আবির্ভাব কাল ত্রেতাযুগের গোড়ায় গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সম্রাটের আবির্ভাব সন্ধ্যাবিবর্জ্জিত দ্বাপর যুগের গোড়ায় হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৈবস্বত মনুর ১২১ পুরুষ নীচের বংশধর বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত হন। ৫১০১ হইতে ২৪৪৮ বাদ দিলে ২৬৫৩ বৎসর থাকে। ইহা ১২১ জন রাজার রাজত্বকাল। এই হিসাবে দ্বিতীয় বৈবস্বত মনু ও তাঁহার বংশধরগণের রাজত্ব-কাল গড়পরতায় ২২ বৎসর হইতেছে। ইহা বিশ্বাস যোগ্যও বটে। দ্বাপর যুগের গোড়ায় প্রথম বৈবস্বত মনুর সময়ে উত্তর ভারতে জলপ্লাবন ও পুনরায় বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ এবং তাহার ৪০০ বৎসর পরে ইক্ষ্বাকুর পিতা দ্বিতীয় বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব-কাল ধরিলে পুরাণের কথায় ও আলেক্জাণ্ড্রিয়ার পাদ্রি মহাশয়-

দিগের কথায় ঠিক ঠিক মিলিয়া যায় এবং সপ্তম মন্বন্তরের রাজগণের কাহিনীও উপকথার স্তর হইতে ঐতিহাসিক দৃঢ় ভিত্তির উপর আসিয়া উঠে।

এই হিসাবে ইক্ষ্বাকুর পিতা—

বৈবস্বত মনুর রাজ্যারম্ভ হয়	৫১০১	খৃঃ	পূঃ
মান্ধাতা	৪৬৯৬	”	”
পুরূরবা	৪০০১	”	”
সগর	৩৯৭৯	”	”
পুরু	৩৯১৩	”	”
যুধিষ্ঠির	২৪৪৮	”	”

২। আদম ও আদি মনু একই ব্যক্তি। আদিমনুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব্বের বিশ্বসৃষ্টি বরাহ কল্পের প্রথমে ঘটে। কলিকালের আয়ু ১২০০ বৎসর এবং কলির প্রারম্ভ ৩১০১ খৃঃপূঃ অব্দে। এই হিসাবে কলিকালও বরাহ কল্প ১৯০১ খৃঃ পূঃ অব্দ শেষ হইবার কথা। ১২০০০ বৎসর ঐ কল্পের পরিমাণ। অতএব উহার আরম্ভ ১৩৯০১ খৃঃ পূঃ অব্দে হয়। সত্য যুগের সন্ধ্যা ৮০০ বৎসর বাদ দিলে আদিমনু বা আদমের আবির্ভাবকাল হইতেছে ১৩১০১ খৃঃ পূঃ।

৩। সুমেরিয়ান সভ্যতা দ্রবিড় দেশ হইতে বঙ্গদেশ ও পঞ্জাবের পথ দিয়া বাবিলনে গিয়াছে। ইজিপ্ট, ক্রীট, ইটালি, গ্রীস্ ও আসিয়ামাইনরের সভ্যতা পঞ্জাবের পথ দিয়া বঙ্গদেশ হইতে গিয়াছে। যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া (কাম্বোজ) ও শ্যামদেশের

(পূর্ব্ব অঙ্গদেশের) সভ্যতাও বঙ্গদেশ হইতে গিয়াছে। বাইবেলই বলেন—'সু বা যিসুথঃ অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর বংশধরগণই যবন দেশ (আসিয়া মাইনর) Isles of the gentiles (ক্রীট প্রভৃতি) মিজরেইম অর্থাৎ ইজিপ্ট এবং বাবিলন এমন কি যবব (যবদ্বীপ) এবং Ophir (সুমাত্রা) * প্রভৃতিতে রাজ্যবিস্তার করেন। আমিও বলি তাই—সপ্তম মন্বন্তরাধিপ বৈবস্বত মনুর রাজ্যই ইজিপ্ট, ক্রীট, বাবিলন এবং আসিয়া মাইনর হইতে যবদ্বীপ এবং কাম্বোজ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ সগরের প্রজাদের মধ্যে যবন ও কাম্বোজের নাম পাওয়া যায়। দুর্যোধনের সহায়তায় কর্ণের দিগ্বিজয়ের কথাও তাহাই (মহাভারত—বনপর্ব্ব ২৫২ অ) । ঐ কথায় যবন দেশের ঠিক নাম পাওয়া যায়। কাম্বোজ দেশের নামের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বঅঙ্গ ও পূর্ব্বকলিঙ্গের (চোলন—ফরাসী কাম্বোদিয়ার) নাম পাওয়া যায়, সুমাত্রার (পালেম বঙ্গপ্রদেশের) পরিবর্ত্তে বঙ্গ পাওয়া যায়। আর প্রকৃত বঙ্গের নাম মহাভারতে পাঞ্চাল দেশ অর্থাৎ পঞ্চ আর্য্যার দেশ। এই দেশের পূর্ব্বে তিস্তা আর্য্যার পাঁচ শাখা এবং পশ্চিমে মহানন্দা আর্য্যার পাঁচ শাখা। পাঞ্চাল একটী সাম্রাজ্য, গঙ্গাযমুনার দোয়াব নহে। Cambridge History ঐ এক ক্ষুদ্র দোয়াবের মধ্যে কৌরব, পাঞ্চাল ও বৎস (শ্রীহট্ট) এই তিনটী সাম্রাজ্য ফেলিয়াছেন। গরজ বড় বলাই।

* সুমাত্রার যে কোন মানচিত্রেই Ophir এর নাম পাইবেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে Land of gold. অতএব দেশ চিনিতে গোলযোগ হয় নাই।

পাঞ্চাল বঙ্গদেশ না হইলে ভগদত্তের সাম্রাজ্য কামরূপ তাহার উত্তরে কিরূপে হয় ? ইজিপ্টের ঐতিহাসিক রাজগণ সকলেই Pharaoh. ইহার অর্থ আমি বলিতে চাই "পৌরবঃ" অর্থাৎ সম্রাট্ পুরুর বংশধর। এই বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞানশাখার সহিত আমি নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিতে চাই :—

১। Physical Science.

Nebular theory of the universe. ইহা ২৮০০০ আটাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে দ্রবিড় দেশে প্রচলিত ছিল এবং ইহা ঐ দেশের ধর্ম্মের সহিত এরূপ ভাবে জড়ান যে ইহাকে ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। ঋগ্বেদে এই Theoryর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। ১০ম মণ্ডলের ১৯০ সূক্তে এই Theory তিনটী মাত্র শ্লোকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। Geology

ঐ দেশের লোকের ভূ-তত্ত্ব এত জানা ছিল যে Geological period দ্বারাই তাঁহারা সময় নির্ণয় করিতেন।

Archaean বা Granite (গ্রানাইট) পাথরের সাতটী দেশই সপ্তদ্বীপ। ব্রাহ্মকল্প গ্রাণাইট পাথরের কল্প (Age of the Archaean rocks). পাদ্মকল্প কুদাপা পাহাড়ের কল্প (Age of the Lowest Secondary rocks), বরাহকল্প গণ্ডওয়ানা পাথরের কল্প (Age of Gondwanas).

সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র উঠার কথা সমুদ্র হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সোমেশ্বর পর্ব্বত অর্থাৎ Tertiary rock বা Sivalik Mountain উঠার কথা।

৩। Astronomy.

প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালির পূর্ব্বপুরুষগণ জ্যোতিষের পণ্ডিত। অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা প্রভৃতি, উত্তর বঙ্গের ও কামরূপের ২৪টি নদীর নাম। অতএব নক্ষত্রগণের বর্ত্তমান-নামকরণ খৃঃ পূঃ ৫৫০১ এর পর এবং খৃঃ পূঃ ৫১০১ এর পূর্ব্বে হইয়াছে। কারণ ইক্ষ্বাকুর সময়ে ঐ নামকরণ ও মলমাসতত্ত্ব প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইক্ষ্বাকু অষ্টকা ব্রত করিয়াছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ ৪। ২।)। তাহাতে বিঘ্ন ঘটায় তাঁহার পুত্র বিকুক্ষি শশাদ নাম প্রাপ্ত হয়েন এবং পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এইজন্য তিনি সম্রাট্ হইতে পারেন নাই। এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

"মার্গশীর্ষে তথা পুষ্যে মাঘমাসে তথৈবচ।
তিস্রোঽষ্টকাঃ সমাখ্যাতাঃ কৃষ্ণপক্ষে চ সূরিভিঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ।

অষ্টকা অর্থ—মার্গশীষ, পৌষ ও মাঘমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী। অতএব নক্ষত্রের নামে চান্দ্রমাসের এবং সৌরমাসের নাম ইক্ষ্বাকুর সময়ে প্রচলিত ছিল।

সাহিত্যিকগণের সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে নির্ব্বাচন-কমিটির অধিবেশন অবশ্য হইবে। সেই অধিবেশনে আমার পত্র ও প্রবন্ধ উপস্থিত করিলে সুখী হইব।

২ রা এপ্রিল, ১৯২৫
ঠিকানা—ইংরাজবাজার, মালদহ।
৬ই এপ্রিলের পরের ঠিকানা—
ভবানীকুটীর, হাটখোলা,
পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীভবানী প্রসাদ নিয়োগী।

দর্শনশাখার সহিত আমি নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিতে চাই।

১। বেদান্ত দর্শনই জগতের আদি দর্শন। ইহা ব্রাহ্মকল্পে অর্থাৎ অদ্য হইতে অন্ততঃ ২৮০০০ আটাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে দ্রাবিড় দেশে প্রচলিত ছিল। ঐ কল্পের নামেই তাহা প্রকাশিত হইতেছে। সাংখ্যদর্শন পাদ্মকল্পের দর্শন, কারণ ব্রাহ্মকল্পে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং বরাহকল্পের প্রথম মন্বন্তরে কপিল মুনি উহা সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেন। ঋগ্‌বেদের ১ম। ১৬৪ সূক্তে এই উভয় দর্শনের একত্র এরূপ ভাবে উল্লেখ আছে যে পড়িলেই বোঝা যায় ঐ সূক্ত রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে

এই উভয় দর্শনের ভূরিপ্রচলন এবং তজ্জন্য উভয় দর্শনের সমন্বয় হইয়াছিল।

"কোদদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্বংতং যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক স্বিৎ কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ"॥
ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪

রমেশ বাবুর অনুবাদ—

"প্রথম জায়মানকে কে দেখিয়াছিল? যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করিল অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়া হইতে জগৎ সৃষ্ট হইল (সায়ণ)। ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? কে বিদ্বানের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে যায়? (ঋ ১। ১৬৪। ৪)"। ঋগ্‌বেদ রচনা শেষ হইবার পর ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষদ্ প্রচলিত হয় এবং তাহারও বহুকাল পরে বেদান্ত দর্শন প্রচলিত হয়—এই মত একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। সাংখ্য দর্শনে বেদান্ত মতের খণ্ডন আছে অতএব উহা বেদান্ত-দর্শনের পরবর্ত্তী। এবিষয়ে বৈদেশিকের সন্দেহ থাকিতে পারে, আপনাদের সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৯ই এপ্রিল ১৯২৫
ভবানীকুটীর
পোঃ উয়ারী
ঢাকা।

শ্রীভবানী প্রসাদ নিয়োগী

সাহিত্যশাখার সহিত আমি নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করিতে চাই :—

১। বাঙ্গালাদেশের সংস্কৃত—শ্রীচণ্ডীর সংস্কৃত—শ্রীমদ্ভাগবতের সংস্কৃতই প্রাচীনতম সংস্কৃত। ঋগ্‌বেদের ভাষা সংস্কৃত নহে—পাঞ্জাবের প্রাকৃত—উহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

মুন্সীগঞ্জের পথে
১০ই এপ্রিল
১৯২৫ } শ্রীভবানী প্রসাদ নিয়োগী

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের বাঙ্গলা ভাষার গ্রন্থ।

১। বাঙ্গালি নামের অর্থ কি? দ্বিতীয় খণ্ড।

ইহাতে দেখান হইয়াছে (১) বঙ্গদেশের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালির পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার ব্রহ্মাণী নদী বা দৃশদ্বতী এবং সাওতাল পরগণার ব্রহ্মাণী বা সরস্বতী নদীর মধ্যে বাস করিতেন। ইহাই ব্রহ্মাবর্ত্ত। ইহার মধ্যেই প্রিয়ব্রতের পিতা আদি মনুর রাজধানী ছিল এবং সেই জন্য ইহার নাম হইয়াছিল মানব ভূমি বা মানভূম। এই স্থানে বাস করিয়াই বাঙ্গালির পূর্ব্ব-পুরুষগণ ব্রাহ্মণ ও মানব নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(২) তাহার পূর্ব্বে, বিশ্বসৃষ্টির পর হইতেই, বাঙ্গালির পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাস ভূমির কেন্দ্র স্থান ছিল মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যস্থিত অজনাভ দেশ। ঐ দেশের অন্যান্য নাম ছিল যজ্ঞ, ঋত এবং দিব্। পরে ঐ দেশের নাম হইয়াছে দ্রবিড়। বাঙ্গালির পূর্ব্ব-পুরুষগণ এই স্থানে বাস করিবার সময়ে প্রকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন তাই তাঁহাদের নাম হইয়াছিল দেবশর্ম্মা অর্থাৎ দিব্ বা দ্রবিড় দেশবাসী যোদ্ধা। যজ্ঞোপবীত যজ্ঞদেশের চিহ্ন। এই গ্রন্থ এখন যন্ত্রস্থ।

২। কৃষ্ণচরিত্র বা Science of Religion.

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মানুষ কৃষ্ণের চরিত্র লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে ঈশ্বর কৃষ্ণের চরিত্র আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে দ্বিভুজ বংশীধারী কলবেণু

বাদনপর শ্যাম-সুন্দরই সংস্কৃত ভাষীরআদিম পূজিত। তিনিই তাঁহার ঐরূপ প্রতিমা (যজ্ঞদেশ)এবং তদুপরি বাসকারী ভক্তগণকে নীহারিকা (Nebula) হইতে সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের নিবাস, শরীর বৃদ্ধি এবং মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই বিশ্বরূপ জগন্নিবাস কৃষ্ণই আবার মহাকাল। ঋগ্‌বেদও বলেন, ভগবদ্গীতাও বলেন. এই দেশবিগ্রহ কৃষ্ণ বা মহাকালের দেহমধ্যেই অন্যান্য সকল দেবগণকে দেখিতে হইবে। ঋগ্‌বেদ এই কৃষ্ণ বা যজ্ঞকে আদিম পূজিত বলিয়া স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কুব্যাখ্যায় সে কথা এতদিন লুকায়িত ছিল। এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতার, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি কায়ব্যূহ এবং মধুকৈটভ বধ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, বলি প্রভৃতি দৈত্যেরনিগ্রহ, অঘ, বক পুতনা বধ, গোবর্দ্ধন ধারণ, দামোদররূপ ধারণ প্রভৃতি দুর্বোধ লীলা ও রাধাতত্ত্বের পরস্পর বিরুদ্ধ ত্রিবিধ ভাব অর্থাৎ (১) কৃষ্ণবক্ষস্থলস্থিতা ব্রহ্মস্বরূপা সনাতনী জগৎপ্রসূ রাধা (২) বিরহিনী রাধা ও (৩) শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধাকে বুঝিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমতীর কৃপা হইলে এই গ্রন্থ শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে। এই গ্রন্থে হস্তলিখিত প্রায় ৫০০ শত পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে।

OTHER WORKS OF THE SAME AUTHOR.

(Bhabani Prasad Niyogi, B. A.)

1. Examination of the History of Bengal.

In this work, which already fills about 5000 pages of manuscript, the materials for the History of Bengal and the Bengalis from the earliest times up to the year 1610 A. D., the year of the down-fall of emperor Pratápáditya of Jessore, have been examined in detail. Some of the conclusions arrived at are shown below :—

The forefathers of the Bengalis did not come to Bengal from any place outside India. The Rig Veda and other sanskrit works show that they lived, from the earliest times, in the land between the Godavari and the Mahanadi. Even in the age of granite or Archaean rocks they lived there and spoke correct classical sanskrit. More than 26000 years before the birth of Christ, they were well acquainted with the Nebular theory of the universe ; Vedantism was their philosophy and they worshipped the supreme deity in three aspects viz. Dhátá the creator, Hari the preserver and Hara the liberator. The block of Archaean

rock extending from Bhagalpur to Cape Comorin, with the alluvial soil over it, which even now looks like a human figure in geological maps of India, with the navel between the Godavari and the Mahanadi, was believed by them to be the image which the Almighty had presented to them at the time of the creation of the universe and themselves, for worship, for abode and for deriving their means of livelihood. While here they witnessed the upheaval of the Transition rock which fringes the Archaean rock and the next geological event *i.e.* the upheaval of the lowest secondary or Cuddapah rocks in the shape of a lotus from the navel of their fatherland. We next find these people in the country to the north of the Mahanadi where they witnessed three other important geological events viz the upheaval of the Gondwanas, of the Deccan trap and of the Tertiary rocks. These people were expert geologists and reckoned time by geological events. The Age of Granite was their Bráhma Kalpa, the Age of Cuddapahs, the Pádma Kalpa and the Age of Gondwanas which is still going on, is the Baráha Kalpa. The Puránas purport to furnish political History of the Baráha Kalpa which has been divided in two different ways *i.e.* by geological events or Yugas and by

Dynastic periods or Manwantaras. The Manus were the founders of imperial dynasties and the Manwantaras were dynastic periods. The sixth dynastic period was marked by the upheaval of the Tertiary rocks, Somesvara Parvata, in the shape of a crescent round the ocean in northern India, at the foot of the Himalayas. The 7th dynastic period is said to have commenced with the deluge *i.e.* the upheaval of an island in the districts of Rangpur, Dinajpur and Jalpaiguri and the submersion of all the lands to the north and south of the "Greater Himalaya Mountain" between the Mediterranean Sea and the Chinese Sea, in the year 5501 B. C. But really the dynasty was established 400 years later *i.e.* in the year 5101 B. C. after the island had been augmented considerably by silt brought down by the threefold A'ryá river which is also known as Mahánandá, Gouri and Tistá. The Mahánandá and the Tista, falling into the Bay of Bengal, formed a ring like island round a depression in the bottom of the sea which is now known as Haraságar or Chalanbil (Rajshahi District). This is the famous Aryavartta or the watery circle of the A'ryá river which gave the name Aryan or A'rya to its inhabitants. He who owned the whole of the land within this watery circle (Chakra) acquired the right to perform

the horse sacrifice and to claim the dignity of emperor over all the land extending from the Mediterranean sea to the Chinese sea, after fighting with any one who disputed his title. In this way the emperors of the 7th dynasty who had their original head quarters at Gour or Pundravardhana and whose successors were proud of the title Pancha Gouresvara, extended their dominions to the five kingdoms of the west viz (1) Madra (Media), (2) Arama (Palestine and Syria), (3) Ambashtha (Mesopotamia), (4) Yavana (Asia minor) and (5) Barbara (Egypt) and to Cambodia, Siam, Sumatra, Java and Borneo in the East which formed the Pancha Anga or Eastern Subordinate Empire. It has also been found that the Cretans were Aryans, speaking an Aryan language and that the "Thalassocracy" of Crete meant that these Aryan inhabitants of (1) Candia or Crete (Karpata) cum Karpathos, Rhodes (Rhea devi) and Cyprus (Retnu) ruled the whole of the (2) continent of Europe on both sides of the Carpathian mountain and the following groups of islands viz (3) Scandinavia (Sweden), Norway and Novazemla (4) Scotland, Ireland and Cambria cum England and (5) Sardinia cum Corsica, Balearic Islands and Sicily which has the mountain Etna in it. These

had been conquered by the Chakravartt Emperors of the 7th Dynasty and formed the Pancha Karpata subordinate Empire from the ruler of which Nakula is said to have realised tribute in token of his submission to Yudhishthira. It has been found that Siberia also formed part of the Aryan Empire. Materials have been found for a connected history of the Emperors of Northern India from 5101 B. C. right up to the time of the battle of Kurukshetra which took place in the year 2448 B. C. From that time up to the time of Pratápáditya of Jessore, who was the last Hindu Emperor of Bengal, the Bengali Empire had ups and downs.

2. Notes on the History of Bengal.

This forms a synopsis of the above mentioned work. It has already been sent to the press.

3. The Bara Bhadder temple of Java.

It has been shown in this work that Asoka was a Bengali Emperor and that the conquest of Kalinga by Asoka means the conquest of Java and not the conquest of southern Orissa and that the Bara Bhadder temple, the 8th wonder of the world, was built by Asoka.

4. Emperor Prata'pa'ditya of Jessore.

This forms the concluding portion of the "*Examination of the History of Bengal*" and will be published separately. It shows that Pratápáditya was not a zamindar, not a king but a very powerful **Emperor** who conquered from the hands of Akbar Padsah, the Provinces of North Bengal, Behar and Orissa which he himself had conquered from the last Pathan King Daud Karrani ; and that Akbar Padsah failed to recover these kingdoms from Pratápáditya during the last twenty five years of his reign (1580-1605 A. D).